এবং বোর্ণী ধর্মপল্লীর তৎকালীন পাল-পুরোহিত ফাদার আঞ্জোলো ক্যান্টন, পিমে অনুপ্রাণিত হোন এবং স্ব-স্ব ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উক্ত ফাদারদ্বয়কে যে সকল সম্মানিত ব্যক্তিগণ ঐ সময়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করার কাজে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় পিটার পিরিচ, স্বর্গীয় পল আগষ্টিন গমেজ (পলিক মাষ্টার), স্বর্গীয় এডুইন গমেজ (এড্‌বিন মাষ্টার), স্বর্গীয় আগষ্টিন ডি' কস্তা (ছডি মাষ্টার)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় যে, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের আরো ২(দুই) জন পাইওনিয়ার যথাক্রমে- স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ এবং স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কারণ স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার কারিতাস-বাংলাদেশে ১৯৭১-১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত মথুরাপুর, বোর্ণী এবং আন্দারকোটা ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারণের জন্য গিয়েছেন। অন্যদিকে স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কারিতাস-খুলনা আঞ্চলিক অফিসের শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য গিয়েছিলেন। তদোপরি তিনি রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাথমিক ক্রেডিট ইউনিয়ন সমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক অনেকগুলো আন্তঃ আঞ্চলিক শিক্ষা সেমিনার এবং সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন।

(চ) খুলনা ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

খুলনা ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও, সিএসসি-এর অনুপ্রেরণায় এবং স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ- এর উদ্যোগে খুলনা ধর্মপ্রদেশে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু জানা যায় যে, স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ-এর সাথে বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের ৩(তিন) পাইওনিয়ারের মধ্যে স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদারও খুলনা ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, স্বর্গীয় চিত্ত রঞ্জন হাওলাদার কারিতাস-বাংলাদেশে ১৯৭১-১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত শিমূলিয়া, খুলনা এবং শেলাবুনিয়া ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্প্রসারণের জন্য গিয়েছিলেন। এছাড়া খুলনা ধর্মপ্রদেশের তৎকালীন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ মাইকেল অতুল ডি' রোজারিও, সিএসসি-এর বিশেষ সহযোগিতা এবং উৎসাহে স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ যশোহরের সোসাইল ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে খুলনায় চলে আসেন। খুলনাতে অবস্থানকালে তিনি সমাজ সেবামূলক খ্রীষ্টিয় কাজের পাশাপাশি ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য কাজ করেছেন। অন্যদিকে স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কারিতাস-খুলনা আঞ্চলিক অফিসের শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য গিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি উল্লেখিত ধর্মপল্লীতে গঠিত প্রাথমিক ক্রেডিট ইউনিয়ন সমূহের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ক অনেকগুলো শিক্ষা সেমিনার ও সম্মেলন আয়োজনের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্যদিকে ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খুলনা ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত যশোহর ধর্মপল্লীতে ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় ভিনসেন্ট বিশ্বাসের উদ্যোগে ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে, যেটি বর্তমানে সুন্দর মত পরিচালিত হচ্ছে।

(ছ) দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন-

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের ৩(তিন) পাইওনিয়ারের মধ্যে স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বর্গীয় যোসেফ দীনবন্ধু বাড়ৈ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কারিতাস-খুলনা আঞ্চলিক অফিসের শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে এবং ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্চলিক পরিচালকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য গিয়েছেন। তাছাড়া তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন কার্যক্রম